Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শারিয়াহ কোনটি উত্তম? কেন উত্তম?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান ঈশা

রোলঃ 227021056

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শারিয়াহ কোনটি উত্তম? কেন উত্তম?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান ঈশা

রোলঃ 227021056

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসরাত জাহান ঈশা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান ঈশা, আইডিঃ 227021056 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসরাত জাহান ঈশা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Esha

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ইসরাত জাহান ঈশা

আইডিঃ 227021056

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

بسم الله الرحمن الرحيم

সেক্যুলারিজম না শারিয়াহ কোনটি উত্তম? কেন উত্তম?

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রব মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং সকল মাখলুকের উত্তম ব্যবস্থাপক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাসূল। আল্লাহ তার উপর, তার পরিবার-পরিজন ও তার সকল সাথীর উপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন।

বর্তমান বিশ্বে মানব সৃষ্ট নানান বাদ-মতবাদের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান একটি মতবাদ হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সেক্যুলারিজমকে তার অনুসারীরা সর্বোত্তম ও সকল মানুষের জন্য একমাত্র মুক্তির পথ হিসেবে দাবি পেশ করে । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার মজা নিয়ে মেতে থাকা। তাঁরা সব কিছুর সমাধানের মানদণ্ড নিয়েছে নিজের আকল ও বিবেক বুদ্ধিকে।খেয়ালখুশিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা সেক্যুলার ব্যবস্থা মানুষের স্বাভাবিক ফিতরাহর সাথে সাংঘর্ষিক।
আর শারিয়াহ হলো আল্লাহর শাশ্বত বিধান। শারিয়াহ অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রকৃত গোলাম হতে পারে। ইসলামী শরীয়াহর মানুষের ফিতরাহ বা সহজাত প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর কেনই বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না! যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধান এই শারিয়াহ, সেই তিনিই তো মানুষের ফিতরাহ সৃষ্টি করেছেন ।

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা

Secular ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষা 'Saeculum' শব্দ থেকে এসেছে। Saeculum শব্দের অর্থ হলো- ইহজগৎ,যুগ,সময়. পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়- ইহজগৎ বা ইহকাল। বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াবলী।
সেক্যুলারিজম এর বাংলা অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজম মানব জীবনকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করে :ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন।
ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত পরিসরে কেউ ধর্ম পালন করতে চাইলে তা করতে পারে কিন্তু সামাজিক জীবনে ধর্মের কোন দখল থাকতে পারবে না ।
এখানে যুক্তি, নিজের আকল - বুদ্ধিকেই ধর্মের উর্ধ্বে অবস্থান দিতে হবে ।

Wikipaedia তে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:
"সেকুলারিজম জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যার ভিত্তি রয়েছে ইহকালে, যা এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ জগতের কল্যাণ সাধন করে এবং যা এ জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।"
Oxford Advanced- Learners' Dictionary'র প্রদত্ত সংজ্ঞা:
'The belief that religion should not be involved in the organisation of society, education etc.'
"সমাজ সংগঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না এমন বিশ্বাসের নাম হলো সেকুলারিজম।"

"Holyoake" যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি Secular Society গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তার লিখিত A Confession of Belief বইতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:
"A form of opinion which concerns itself only with the questions, the issues of which can be tested by the experience of this life".

'সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতামত যা ইহজগতে এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে। 'Encyclopedia of Religion & Ethics এ প্রদত্ত সংজ্ঞা:
মানবকল্যাণ নির্ধারিত হবে যুক্তির মাধ্যমে। ওহি বা ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত English-Bengali Dictionary তে- Secular শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে- পার্থিব, ইহজাগতিক, জড়জাগতিক, লোকায়ত। আর Secularism সম্পর্কে বলা হয়েছে-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা, ইহবাদ।
তাহলে, 'সেকুলারিজম এর এই অর্থের ব্যাপারে সবাই একমত। অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিচালিত হবে যে নিয়ম নীতি অনুসারে, তা ধর্মীয় কোন মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে না । এমনকি কখনো এমন নীতি গ্রহণ করা হবে, যেটা উৎপত্তি ধর্ম থেকে ; কিন্তু ধর্মের কারণে সে নিয়ম-নীতি মানা হবে না, বরং স্বার্থ ও বিবেকের দাবি পূরণের জন্য সেটি মানা হবে। ' (আল-উসুস আল-ফাল সাফিয়্যাহ লিল- আলমানিয়াহ, পৃষ্ঠা-৬০)
সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি
সেক্যুলারিজম সম্পূর্ণভাবে একটি পাশ্চাত্য মতবাদ।

এর জন্ম হয়েছে ইউরোপে। তৎকালীন ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাজমান ছিল। খ্রিস্টধর্ম আল্লাহর দেওয়া ওহিকে বিকৃত করে নিজের মনগড়া ধর্মমতে পরিণত হয়েছিল । যেখানে মুক্তি মানেই হল বৈরাগ্যবাদ তথা দুনিয়াবিমুখতাকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছিল। ইউরোপবাসীগণ লক্ষ্য করলেন , খ্রিস্ট ধর্মের অযৌক্তিক দীক্ষা সমূহ জীবন বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী নয় । ধনী শ্রেণী ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন লোকদের লোভ লালসা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পথে বাধা এবং গির্জার ধর্ম গুরুদের একছত্র আধিপত্য।ধর্মীয় গুরুদের ভিত্তিহীন মনগড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণে তৎকালীন জনগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা ও আবিষ্কার করতে বাধার সম্মুখীন হয়। এমনকি অনেক লোককে বিভিন্ন পন্থায় হত্যা ও পুড়িয়ে মারা হয় । এতে করে খ্রিস্ট ধর্ম ও বিজ্ঞান এবং ধর্ম গুরুগণ ও চিন্তাবিদদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়।এর ফলে চিন্তাবিদগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, সকল সমস্যার মূল কারণ এই ধর্ম। ধর্মকে পরিত্যাগ করলেই সকল সমস্যার সমাধান মিলবে।

এই সম্পর্কে সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর লেখা Islam and The World বইতে, তিনি লিখেছেন :
'প্রথমদিকে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে অতঃপর সাধারণভাবে ধর্মের বিরুদ্ধেই বৈরিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যে যুদ্ধ প্রথমদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পতাকাবাহী ও খ্রিস্টধর্মের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিল, পরে তা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের রূপ ধারণ করে। একপক্ষ হয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ধর্ম হয়ে যায় প্রতিপক্ষ। উভয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে প্রগতিবাদী ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহীরা নিজ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান এক সাথে অবস্থান করতে পারে না। এ জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বস্ততা প্রমাণের নিমিত্ত প্রয়োজন হয় ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এদের সামনে যখন ধর্মের নাম উচ্চারিত হতো, তখন আকস্মিকভাবে ধর্মীয় প্রতিনিধি ও গির্জার পুরোহিতদের লোমহর্ষক জুলুম-নিপীড়নের ভয়াবহ ছবি তাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠত। উঠত সেসব নিরপরাধ জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ছবি, যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ও অসহায় অবস্থায় ঐসব জল্লাদদের হাতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছিল। ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নামে ক্রোধব্যঞ্জক চেহারা, রুদ্র ও রুক্ষমূর্তি, অগ্নিঝরা চোখ ও সংকীর্ণ হৃদয় পাদ্রীদের স্থূলমস্তিষ্ক তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। ফলে কেবল খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধেই নয় সকল ধর্মের প্রতি ভীতি ও ঘৃণাকে তারা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়।'

আর তাই এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও তীব্র ধরনের সামজিক বিপর্যয়ের পরিণতি স্বরূপ ‘সেক্যুলারিজম’-এর উদ্ভব ঘটেছিল।

সেক্যুলারিজমের উদ্ভাবক

সেক্যুলারিজম’ তার নামকরণ ও সত্তার দিক দিয়ে অনেকাংশে জর্জ জ্যাকব হলিউক(George Jacob Holyoake) এর নিকট ঋণী । হলিউক এর জন্ম ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে । হলিউক এর পিতা ছিল কঠোর পরিশ্রমী হস্তশিল্পী। গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশে তাঁর লালন-পালন সম্পন্ন হয়েছিল। তার জন্মভূমির পরিবেশ ও বাল্যকালীন পারিপার্শ্বিকতা তার মধ্যে তীব্র ধরণের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্বেষ জন্ম দেয়। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কারমূলক বিল পাশকরণ ছিল একটি মর্মাহত ঘটনা । তখন হলিউক ছিল পনেরো বছরের এক উদ্যমি কিশোর। ফলে তার মন গীর্জার প্রতি অনাস্থাভাজন হয়ে পড়ে। কেননা গীর্জা সাধারণ মানবিক সংবেদনশীলতা ও
অনুকম্পাপরায়ণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল।

তিনি ১৫ বছর বয়সে Chartism নামক সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে চার্টিজম-এর আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে হলিউক চরমপন্থী (Radical) মৌলবাদী চিন্তার ধারকের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে সে দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, পরে ‘চেশটনহাম’ নামক স্থানে তাকে ‘কাফের’ আখ্যায়িত করে গ্রেফতার করা হলে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি তার ঘৃণা অধিকতর তীব্র, গভীর ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'Reasoner' নামক পত্রিকায় লেখেন- 'আমরা সকলে খ্রিস্টধর্মের ভ্রান্তিমূলক রীতিনীতি প্রত্যাখ্যান করছি।' ১৮৪৯ সালে তিনি Secular Society গঠন করে সেকুলারিজমের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৮৬৬ সালে এ সোসাইটিতে যোগদান করেন Charles Bradlaugh. এ সময় এ সোসাইটির নামকরণ করা হয় National Secular Society. Mr. Charles Bradlaugh এ সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। আর George Jacob Holyoake হন সোসাইটির সেক্রেটারি। Mr. Charles Bardlaugh ১৮৮০ সালে বিলাতের Northampton আসন থেকে M.P নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ধর্মীয় কায়দায় শপথ নিতে অস্বীকার করায় তার আসন খালি হয়ে যায়। দুই বছর পর শপথ নেবার এ পদ্ধতি পরিবর্তন হয়। তারপর তিনি একই আসন থেকে ৪ বার M.P. নির্বাচিত হন। উক্ত National Secular Society জনমত সৃষ্টিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ প্রভাবিত করে। তাছাড়া এ সংগঠন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সফল হয়।

জীবনের শেষভাগে হলিউক বৃটেনে বসবাস শুরু করে এবং ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সেক্যুলারিজমের লক্ষ্য - উদ্দেশ্য

সেক্যুলারিজমের মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আরো বেশি বস্তুবাদি কি করে তোলা । মানুষকে নিজের খেয়াল -খুশির গোলাম বানানো । এর অনুসারীরা নিজেরাই যেসব নিয়ম নীতি প্রদান করবে কোন প্রকার উচ্চ বাচ্চ ছাড়াই সেটা অনুসরণ করে যাওয়া। পরকালের জবাবদিহিতা, বিচারের সম্মুখীন হওয়াকে উপেক্ষা করা। নিজেদের খেয়ালখুশি, নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সবকিছু তৈরি করা।তাদের মতে, যে ব্যক্তি যত বেশি সেকুলারিজমকে ধারণ করবে সে তত বেশি প্রগতিশীল হবে, লাভ করবে উন্নতি ও সফলতা। এ ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহিম যথার্থই বলেছেন ,

'সেকিউলারিজম-এর দুটো দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হচ্ছে, তা জনগণের বৈষয়িক জীবনকে উন্নত বানাতে আগ্রহী। আর এটাই তার নৈতিকতার দিক। কেননা নৈতিকতার সম্পর্ক সমাজের মধ্যকার এমন সব কাজের সাথে, যে সবের সাথে লাভ ও লোকসানের কোনো-না-কোনো সম্পর্ক থাকে। কিন্তু সেক্যুলারিজমে এই পর্যায়ের কার্যাবলীর ভিত্তি কোনো ধর্ম বা পরকালে বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত নয়। ফলে তা ধর্মকে অস্বীকার করেও ধর্মের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট। অন্যকথায়, ইতিবাচকভাবে তা একটি নৈতিক আন্দোলন বিশেষ। কিন্তু নেতিবাচকভাবে তা একটি ‘ধর্মীয় আন্দোলন’-ও বটে। তার উৎপত্তি লাভে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা ও দার্শনিক প্রভাব বিশেষ সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছে।'

Encyclopaedia of Religion & Ethics এ উল্লেখ করা হয়:

'Secularism may be described as a movement intentionally ethical, negatively religous with political and philosophical Antecedenta.'

অর্থাৎ- 'সেক্যুলারিজম রাজনীতি ও অবরোহী দর্শনের ভিত্তিতে ধর্মের বিপরীত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক নৈতিক আন্দোলনের নাম।'

পশ্চিমা বিশ্বে সেক্যুলারিজমের অবস্থা

খোদ পশ্চিমা বিশ্বেই সেক্যুলারিজম তথা জবাবদিহিতা শূন্য, ভোগবাদী চিন্তা দর্শনের ফলে অপরাধ প্রবণতা, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি,পারিবারিক বিপর্যয়, ধর্ষণ , বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

The world Book of Encyclopaedia Crime এ উল্লেখ আছে যে, ১৯৬০ সালের পর থেকেই আমেরিকায় বিভিন্ন অপরাধের প্রবণতা ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে. সেখানে প্রতি সেকেন্ডে একটি গুরুতর অপরাধ এবং প্রতি ষোল সেকেন্ডে একটি মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়।

পরিবার হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে সাধারণত পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের মাধ্যমে বংশধররা ও সভ্যতা অগ্রসর হয়। সভ্যতার এ প্রাথমিক ভিত্তি পরিবার আজ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন.

পশ্চিমের দেশসমূহে রীতিমতো আইন সভায় আইন পাস করে সমলিঙ্গের মধ্যে (পুরুষে পুরুষে) অথবা (মেয়ে মেয়ে) বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ জাতীয় বিয়ের মাধ্যমে কি সন্তানের জন্ম হবে? বংশধারা অব্যাহত থাকা সম্ভব ? মানব সভ্যতা কি টিকে থাকবে?

এছাড়া উভলিঙ্গের মধ্যে বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটছে। বিয়ে হয়েছে তালাক হয়নি অথচ স্বামী-স্ত্রী আলাদা বসবাস করছে এদের সংখ্যা অসংখ্য ।

এছাড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত মিলনের সংখ্যা নির্ণয় করা বলতে গেলে অসম্ভব হয়ে গিয়েছে।জন্ম নিরোধক সরঞ্জামের এতো ছড়াছড়ির পরও কোটি কোটি কুমারী মাতৃত্ব বরণ করছে। ফলে সমসংখ্যক জারজ সন্তান জন্ম নিচ্ছে।

The Crisis of Our Age গ্রন্থে পি.এ সরোকিন বলেন- 'পারিবারিক পরিবেশ এখন শুধু একত্রে রাত্রিযাপনেই পরিণত হয়েছে। তাও আবার প্রত্যেক রাতের জন্য নয়। এমনকি সব সময় এক রাতের সবটুকু সময়ের জন্য নয়।'

জর্জ র‍্যালি স্কট তাঁর A History of Prostitution গ্রন্থে বলেন- 'যে সকল নারী তাদের দেহ ভাড়া দেয়াকে তাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে- তারা জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লাভ করার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে থাকে এবং অতিরিক্ত রোজগারের জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। পেশাদার বেশ্যা ও এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।'

পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে । তাদের একজন হচ্ছেন দরখায়েম। তার বক্তব্য- 'নারীর বিয়ে করা তার স্বাভাবিক দাবি নয়।'

অন্য পণ্ডিত ফ্রয়েড বলেন- 'নারীর যৌন সত্তা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সকল প্রকার বাধা-বন্ধন মুক্ত হয়ে।'

ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী George Sand বলেন- 'জগৎকে যতটুকু দেখার আমার সুযোগ হয়েছে তাতে আমি অনুভব করি প্রেম সম্বন্ধে আমাদের যুবক-যুবতীদের ধারণা কতখানি ভ্রান্ত। প্রেম শুধু একজনের জন্য হতে হবে অথবা তার মন জয় করতে হবে এবং তাও চিরদিনের জন্য- এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল।'

জার্মান পণ্ডিত Babel বলেন- 'নারী ও পুরুষ তো পশুই। পশু দম্পতির মধ্যে কি কখনো স্থায়ী বিয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়?'

এ রকম প্রচারণার ফলে যা ঘটছে তার কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

আমেরিকান National Crime Victimization Survey এর রিপোর্ট: '১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় দু'লাখ। গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে একটি ধর্ষণ হয়।' Microsoft এর বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে- 'যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক স্কুলের উপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ২৩% থেকে ৪৮% ছাত্রী তাদের ছেলে বন্ধুদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।' কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র এর চেয়ে ভয়াবহ।

২০০৭ সালে বিশ্ব বিখ্যাত পত্রিকা News week আমেরিকার নারীদের উপর একটি জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় - প্রতি সেকেন্ডে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হয়. প্রতি ছয় মিনিটে ১ জন ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি ঘন্টায় ১৬ জন নারীকে ধর্ষণের মোকাবেলা করতে হয়।
বিবাহিত নারী পুরুষ তার জোড় ব্যতীত অন্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে ।এদের সংখ্যা আমেরিকায় মোট বিবাহিতদের এক তৃতীয়াংশ। এটি ১৯৭৮ সালের একটি জরিপ রিপোর্ট।(সোর্স- Marriage and Family development , By Evelyn,Millis Duvall).

সুইডেনের ৯৯% লোক বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের যৌনক্ষম নারী-পুরুষের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ৯৫% লোক
বিয়ের আগে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। (সূত্র: Pre-Marital Sex-The Norms in America) অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কারণে জন্ম নিরোধক সরঞ্জাম ব্যবহার সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলছে। Social Psychology Understanding Human Interaction বইতে উল্লেখ আছে- '১৯৭৮ সালে শুধু

আমেরিকায় ১০ লাখ অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের ঘটনা ঘটে। ১৯৯৬ সালে শুধু আমেরিকায় ১৩ লাখ ৬৫ হাজার ৭ শত ত্রিশটি গর্ভপাত ঘটানো হয়। ইংল্যান্ডে ২০০৬ সালে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭ শত গর্ভপাত ঘটানো হয়। (সূত্র: Abortion Statistics England and Wales 2006)

গর্ভপাত বৈধ হয় রাশিয়ায় ১৯২০ সালে, জাপানে ১৯৪৮ সালে। ১৯৬০-৭০ সালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় গর্ভপাত আইনের মাধ্যমে বৈধতা লাভ করে। স্বাস্থ্যগত কিংবা অন্য কোনো কারণে যারা গর্ভপাত ঘটায় না তাদের অবৈধ সন্তান জন্ম দিতে হয়। The World Almanar এর সূত্রমতে ১৯৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যত শিশু জন্ম হয়েছে তার মধ্যে ৩২.৮% জারজ সন্তান অর্থাৎ মোট শিশুর ৩ ভাগের ১ ভাগ অবৈধ সন্তান।
এসব জারজ সন্তানদের অধিকাংশই মা প্রতিপালন করে না। ফলে তাদেরকে শিশু সেবা কেন্দ্র কিংবা দত্তক প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হয়। ওরা ওখানে সব পেতে পারে, কিন্তু মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে পরবর্তী জীবনে তাদের অধিকাংশ সমাজ বিরোধী কিংবা সমাজ বিদ্বেষীতে পরিণত হয়।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে বলা হয়- নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, বার্বাডোজ ও নেদারল্যান্ডে নারীদের প্রতি তিনজনে একজন শৈশবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের অধিকাংশ সৎ পিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়।
আমেরিকায় যত বিবাহ হয় তার প্রায় অর্ধেক বিচ্ছেদে পরিণত হয়। বিয়ে করে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এমন ঘটনা প্রায় ঘটছে। প্রতি বছর সঙ্গী ত্যাগের ঘটনা প্রায় ১০ লাখ। .(সোর্স- Marriage and Family development)
আমেরিকায় মোট শিশুর এক-তৃতীয়াংশ পিতা-মাতার উভয়ের সাথে বসবাসের সুযোগ পায় না। (সোর্স-Social Psychology Understanding Human Interaction,By Robert A.Baron Donn Byrne)

পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্টি হয় মানসিক সমস্যা। ২০০৪ সালে আমেরিকায় মানসিক ব্যাধির উপর এক সমীক্ষা চালানো হয় । এতে দেখা যায় ২ কোটি ৯০ লাখ লোক Mood Disorder এবং ৪ কোটি লোক Anxiety disorder এ ভুগছে।
(সোর্স- Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder, 4th edition U.S.A)

১৯৫০ সালের পর থেকে মার্কিন তরুণ তরুণীদের মধ্যে আত্মহত্যা ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে.। (সোর্স- Abnormal psychology and modern life).
আমেরিকায় প্রতিবছর ২ লাখ লোক নতুন মাদকাসক্তের তালিকায় শরিক হচ্ছে। যারা সাধারণ মদখোর, তাদেরকে বাদ দিয়েই এ তালিকা। (সূত্র: Abnormal Psychology and Modern Life)
২০০০ সালের আদমশুমারির পর রিপোর্ট করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমকামী (Homosexual) লোকের সংখ্যা ১ কোটি (সূত্র: Sociology P-342, By Richard T Schaefer)
আর বলাই বাহুল্য যে বর্তমানে এর সংখ্যা আরো অনেক বেশি।

আমেরিকায় যৌন রোগে ভুগছে মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ। এর সাথে প্রতিবছর যোগ হচ্ছে প্রায় ৫ লাখ নতুন রোগী। (সূত্র: Social Psychology:Understanding Human Interaction)
এই হলো সেক্যুলারিজম এর ধ্বজাধারি পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা ।

ইসলামি বিশ্বে সেক্যুলারিজম ও এর প্রভাব

ইসলামী বিশ্বের সর্বপ্রথম সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মতবাদটি আমদানি করেন তৎকালীন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কামাল আতাতুর্ক।১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্ক উসমানী সালতানাতের পতন ঘটিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন। অবশ্য এই পতনের পেছনে ইহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্র লুকায়িত ছিল ।তারা ভালোমতোই জানতো যে মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত ব্যবস্থা থাকলে কখনোই সেক্যুলারিজম কে তাদের মধ্যে ঢোকানো সম্ভব হবে না তাই তারা কামাল আতাতুর্ককে পুতুল হিসেবে ব্যবহার করে।
১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর কামাল আতাতুর্ক আইনের মাধ্যমে 'খিলাফতের' বিলুপ্তি ঘোষণা করে তুরস্ককে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত করেন। অথচ খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ থেকে মুসলিম বিশ্বে 'খিলাফত ব্যবস্থা' চালু ছিল। খলিফা ছিলেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রধান।

কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতা হাতে পেয়ে নানা ধরনের ইসলাম বিরোধী সংস্কার সাধন করে যেমন- মসজিদে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করা, হিজাবের ব্যবহারে বিধি নিষেধ আরোপ,আরবী ভাষার ব্যবহার বন্ধ করা, ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা,আইনের পরিবর্তন সাধন, ইসলামী মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করা । পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বাধ্যতামূলক সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা ইত্যাদি ।

এরপরে ধীরে ধীরে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে সেকুলারিজমের প্রচার-প্রসার হাতে থাকে । বলা হয় পশ্চিমা দুনিয়া সেক্যুলারিজমের মাধ্যমে ধর্মের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়েছে কাজেই মুসলিম জাহানেরও ধর্ম থেকে মুক্তি অন্বেষণ করা উচিত। সেক্যুলারিজমের প্রভাব এর ফলে ইসলামী বিশ্বে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়াহকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা বলে প্রচার করে।

ইসলামকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলে ব্যক্তিবর্গ , ইসলামকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে, কতিপয় আচার অনুষ্ঠান ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এর ফলস্বরূপ অনেক মুসলমান ইসলামকে আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটি ধর্ম বানিয়ে রেখেছে নিজের জীবনে , কেউ কেউ তো ধর্মকে পুরোপুরিভাবে বের করে দিয়েছে নিজের জীবন থেকে,আর অনেকে তো সেক্যুলারিজম কে ইসলামিকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেক্যুলারিজমের মোড়কে ইসলামকে উপস্থাপনের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমনভাবে সেক্যুলারিজম প্রবেশ করানো হয়েছে যে , এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কোন প্রজন্ম তার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে চিনতে পারবে না । মোটামুটি ভাবে তাহলে, ইসলামি বিশ্বে সেক্যুরারিজমের প্রভাবকে তিন ভাবে বলা যেতে পারে -(১). মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসে সন্দেহ এবং সংশয় তৈরি হাওয়া (২).পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মদ্রোহী চিন্তাভাবনা এবং বস্তুবাদী ধ্যানধারণা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়া । (৩). ইসলাম ধর্মকে শাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজজীবন থেকে বের করে পশ্চিমা রুচি ও মর্জিমাফিক সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

সেক্যুলার চিন্তা ধারার মানুষেরা মানবজাতিকে কি দিল??

সেক্যুলার চিন্তা-চেতনার মানুষেরা ধর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত করে দাবি করতে থাকে যে তারা নিজেরাই সবচেয়ে উদার, মুক্তমনা, নীতিবান ও মানবতাবাদী ব্যক্তি। তো এদের হাত ধরেই মানবতার বিপর্যয় আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার কিছু সরূপ দেখি, অতি অল্প কিছু হিসাব বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করে কিছু তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো:

জাপানের হিরোশিমা পৌরসভার চেয়ারম্যান ১৯৪৯ সালের ২০ আগস্ট এক ঘোষণায় বলেন, ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট আমেরিকার নিক্ষিপ্ত এটম বোমায় যেসব মানুষ মারা যায় তাদের সংখ্যা দুই লাখ দশ থেকে চল্লিশ হাজার, আর আহত হয় ৮০ হাজার।

• আর জাপানের নাগাসাকিতে এটম বোমার আঘাতে নিহত হয় ৪০ হাজার এবং আহত হয় ২০ হাজার মানুষ। নিহত ও আহতদের চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক পরবর্তী পর্যায়ে এটম বোমার তেজস্ক্রিয়তার কারণে সারাটা জীবন কোনো না কোনো অসুখে, দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত করে।

• প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালে আরম্ভ হয়। এ যুদ্ধে ১ কোটি ৩০ লাখ লোক নিহত হয়, আর আহত হয় ২ কোটি ২০ লাখ।

• A.J.P Teylor তার The First World War বইতে উল্লেখ করেন- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে- ফ্রান্স হারায়- ১৫ লাখ লোক,জার্মানি হারায় ১৫ লাখ লোক,ব্রিটেন হারায় ১০ লাখ লোক,আমেরিকা হারায় ৮৮ হাজার লোক। আর রাশিয়া হারায় সবার যোগফল থেকেও বেশি সংখ্যক লোক।

• Western Civilization বই এর হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিন কোটি ৫০ লাখ লোক নিহত হয়েছে এবং ২ কোটি লোক পঙ্গুত্ব বরণ করেছে।

নোট- (Neo Clear Weapons নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী দেশগুলোর হাতে যে পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ আছে, সেগুলোর শক্তি হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার শক্তির প্রায় ১০ লক্ষ গুণের সমান।)

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশ ইরাক ও আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়ে কত নিরপরাধ মানুষ হত্যা করেছে, ফিলিস্তিনে কত মানুষ নিহত হচ্ছে তার সংখ্যা গণনাহীন।

বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আল্লাহর দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হলো, তাতে যে কোটি কোটি মানুষ নিহত হলো, তাদেরকে কোনো মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব জগতের মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা। নিহতরা হতে পারে হিন্দু বা মুসলমান, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, নগরবাসী বা পল্লিবাসী, আর্য জাতি কিংবা উপজাতি- এরা সবাই আল্লাহর খলিফা, তাঁর নিজের প্রতিনিধি, বিনা কারণে তাদের প্রাণ সংহারের কারো কোনো অধিকার নেই।
যারা এ অপরাধ সংঘটিত করলো, যারা এ অপরাধের ষড়যন্ত্র করল, যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল, যারা হুকুম দিল- তাদের সবাই সেক্যুলার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। এরা যদি সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। তবে তারা আল্লাহকে ভয় করতো, তারা আল্লাহর এত সংখ্যক খলিফা, তাঁর প্রতিনিধিকে হত্যা করতো না, এত সংখ্যক লোক আহত হতো না, এত সংখ্যক নারী বিধবা হতো না, এত সংখ্যক শিশু এতিম হতো না, এতটি পরিবার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতো না।

এই এ হত্যাকারীরা দুনিয়াপ্রেমী, ভোগবাদী সেক্যুলার। তারা কবর, আখিরাত , শেষ বিচার,জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী ছিল না। যদি তাদের বিশ্বাস থাকত, তাহলে তারা কোনো দিন এ পথে অগ্রসর হতো না। বিশ্ব মানবতা এত এত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতো না। কোন ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তাকে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির শাস্তি প্রদান করা হয়। তো যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করল তাকে একবারের অধিক ফাঁসি দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু এ দুই ব্যক্তি অপরাধের মাত্রা সমান নয়। তাহলে দুনিয়াতে চাইলেও সত্যিকার অর্থে ইনসাফভিত্তিক শাস্তি প্রদান করা সম্ভব নয় । ইনসাফ একমাত্র মহান আল্লাহ করতে পারেন। আর এ জন্যই আখিরাতের প্রয়োজন। শেষ বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন বিভিন্ন ক্যাটাগরির জাহান্নামের। আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেছেন, পরিমাণ মতো সব ঠিকঠাক করে রেখেছেন।আল্লাহ শেষ বিচারের দিবসে ছোট থেকে ছোট জিনিসও ছাড় দিবেন না ।

কোরআনে আল্লাহর সতর্কবাণী,

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ . فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

অর্থ : **“**সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে থাকলে তাও দেখতে পাবে।**”** [সূরা যিলযাল:৬-৮]

যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকের মাপকাঠিতে সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজমের বৈশিষ্ট্য হলো সে সবকিছুকে যুক্তির মাপকাঠিতে বিবেচনা করতে চাই । যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেক বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে । তাহলে সেকুলারিজমের মাপকাঠিতেই সেকুলারিজম কে পরিমাপ করে দেখি। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোন কালেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সেক্যুলারিজমের পক্ষে সঠিক ও মজবুত যুক্তি হাজির করাতে পারেনি । দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে তারা কখনোই উত্তীর্ণ হয়নি। বরং তারা

অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির মাধ্যমে একপ্রকার গায়ের জোরেই সেক্যুলারিজমকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছে, বর্তমানে করেও যাচ্ছে তাই। তাদের মাপকাঠিতে পরিমাপ করি :

• ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা স্রষ্টার অস্তিত্বে স্বীকার করে কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট গন্ডির ভিতরে ব্যক্তি জীবনে। নির্দিষ্ট কিছু আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে মান্য করার মধ্য দিয়ে।

তো যে স্রষ্টা নিখুঁতভাবে এ বিশাল প্রাকৃতি, বিশ্বজগৎ, তারকারাজি, আসমান জমিন প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে উত্তম দৈহিক কাঠামোতে সাথে দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি, ভালো-মন্দ বিচার করার চিন্তা চেতনা শক্তি । সৃষ্টির প্রতিটি বিষয় ঠিক যেভাবে সৃষ্টি করা উপযুক্ত হতো সেভাবেই করছেন। নির্ধারণ করেছেন নির্দিষ্ট মানদন্ড, নিয়ম-নীতি। এই নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীই প্রকৃতির প্রতিটি জিনিস পরিচালিত হচ্ছে যথা সময়ে সঠিকভাবে। নির্দিষ্ট নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটলেই প্রকৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। তাহলে কি করে সম্ভব এই মহা শক্তিধর স্রষ্টা আল্লাহ মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি, মানদন্ড দেয়নি ? দেননি কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি যা দিয়ে পরিচালিত হবে পারিবারিক, সামাজিক, পারস্পারিক,অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি ক্ষেত্র।

আচ্ছা তাহলে কিছু সময়ের জন্য, ধরেই নিলাম উনি কোন মানদণ্ড দেননি । তাহলে যে স্রষ্টা আল্লাহ আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দেয় না, দেখায় না কোনো পথ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংকটে নিরসনের। তাহলে কি প্রয়োজন ব্যক্তি জীবনে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে এই আল্লাহকে স্মরণের?(নাউজুবিল্লাহ)

কিন্তু আমরা তো বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখতে পাই ঠিক তার উল্টো; যে আল্লাহকে, আল্লাহর বিধানকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ব্যক্তি জীবনে, ইবাদত গৃহে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই সেই আল্লাহর দেওয়া নিয়ম নীতি অনুযায়ীই সকল সৃষ্টিজগৎ সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। শুধুমাত্র মানুষই আল্লাহরই দেয়া বুদ্ধি, বিবেককে কাজে লাগিয়ে তারই বিরুদ্ধাচারণ করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে । আমরা প্রকৃতিতেই তো দেখতে পায় আল্লাহ যেভাবে প্রকৃতিকে পরিচালিত করার নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, মানুষ যদি এর বিপরীত কার্যকলাপ পরিচালিত করে প্রকৃতির সাথে, ফলসরূপ দেখা যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় । এর জলন্ত উদাহরণ হল বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global warming) বৃদ্ধি।

• এবার যদি আমরা আমাদের শরীরের দিকে একটু লক্ষ্য করি। তাহলে দেখতে পাবো আমাদের নিজেদের শরীরের ক্রিয়া-কলাপে আমরা নিজেরা ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করতে পারিনা। পারিনা নিজের শরীরের কোন সিস্টেমকে পাল্টে দিতে.। আমাদের নিজের শরীরের ভেতরেই আল্লাহর দেওয়া নিয়ম নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাহলে কোন

যুক্তিতে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আল্লাহকে আইন প্রনেতা হিসেবে গ্রহণ করতে পারছি না? এগুলো কি নিবুদ্ধিতা নই!

এখন একটা প্রশ্ন, ধর্মনিরপেক্ষতা বাদীদের অনুমতিই বা কে দিল আল্লাহকে ব্যক্তি জীবনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখার। আল্লাহ হচ্ছে সবকিছুর স্রষ্টা তাহলে তার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করার জন্য নিশ্চয়ই তার সমকক্ষ অন্য কাউকে লাগবে । কিন্তু আমরা তো জানি আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই । আর বাকি রইল মানুষ, মানুষ তো স্রষ্টা নয় সৃষ্টি। তার কি ইখতিয়ার আছে আল্লাহর ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করার।

সেক্যুলারিজমের ধোঁকাবাজি

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নিছক একটি মতবাদই নয় বরং এই মতবাদটি নিজেই একটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সকলের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে। সেক্যুলারিজম দাবী করে ধর্ম ও রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা পৃথক হবে। ধর্মীয় কোন নীতি আদর্শ বাস্তবায়িত হবেনা রাষ্ট্রে বা শাসন ব্যবস্থায়। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই মতবাদেরই ধর্মের মত নির্দিষ্ট কাঠামো আছে। যদিও বা এটি ধর্মের সাথে লড়াই করে জন্ম লাভ করেছে। তথাপি ধর্মের যেমন নির্দিষ্ট আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, প্রথা ও রীতি পদ্ধতি আছে তেমনি সেকুলারিজমেরও এইসব রয়েছে। ধর্মীয় পুরুষদের মত সেক্যুলার নেতাগণকেও দেবত্ব রূপে গ্রহণ করা হয়।

এ ব্যাপারে তালাল আসাদ যথার্থই বলেছেন,

" However, I am not persuaded that because national political life depends on ceremonial and on symbols of the sacred, it should be represented as a kind of religion-that it is enough to point to certain parallels with what we intuitively recognize as religion."(Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stamford, California: Stamford University Press, 2003.)

সেক্যুলারিজমের তৈরি করা নির্দিষ্ট কাঠামোয় ঠিক করে দেয় রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণ কতটুকু ধর্ম পালন করবে আর কতটুকু করতে পারবে না । সেক্যুলারিস্টগণ বলে থাকেন ধর্ম অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নিয়ম নীতি মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু দেখা যায় তাদের আরোপিত শাসন নীতির বিরুদ্ধে কথা বললেই তারা আইনের শাসন প্রয়োগ করে দমিয়ে দেয়। অবশ্য কাঠামোর বিরুদ্ধে কথা না বলেও ব্যক্তি শুধু নিজের ব্যক্তি জীবনে ধর্মীয়

মূল্যবোধ অনুযায়ী চললেও রাষ্ট্র সেখানেও বাধা সৃষ্টি করে। নিচে কয়েকটি ঘটনা আলোকপাত করা হলো :

২০২০ সালে বার্মিংহোমে একজন পিতাকে সম্ভাব্য তিন মাসের জেল এবং জরিমানা করা হয় এজন্য যে তিনি তার নয় বছর বয়সি ছেলেকে কয়েক মাস যাবত স্কুলে পাঠাচ্ছিলেন না। ছেলেকে LGBT+ সমতা অর্থাৎ সমকামিতা পাঠদান কর্মসূচি থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি এ কাজ করেছিলেন। কিন্তু এখানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করল, পিতা-মাতা সন্তানকে কি শিক্ষা দিবে সেটাও ঠিক করবে রাষ্ট্র!

আরেকটা ঘটনা,

সুইজারল্যান্ডে মুসলিম ছাত্রদের জরিমানা করা শুরু করে ২০১৬ সালে। তাদের অপরাধ ছিল তারা মহিলা শিক্ষিকদের সাথে হাত মেলাতে (হ্যান্ডশেইক) করতে অস্বীকার করেছিল। এই মহা অপরাধের কারণে ৫০০০ ডলার পর্যন্ত মুসলিম ছাত্রদের ফাইন করার আইন হয়।

সুইজারল্যান্ডেই ২০১৮ সালে আরেকটি ঘটনা ঘটে, এক মুসলমান দম্পতির নাগরিকত্বের আবেদন নাকচ করে দেয়া হয়েছে, কারণ তারা বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হননি। এ ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, "সম্ভাব্য নাগরিকদের অবশ্যই সুইস রীতিনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং সুইজারল্যান্ডের প্রতি আকর্ষণ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে।"

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মহিলাদের হিজাবে নানান ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যেমন জার্মান আদালত মহিলা শিক্ষকদের মাথায় স্কার্ফ করতে নিষেধ করেছেন । ডেনমার্ক, ফ্রান্সও এমন বিধি নিষেধ আরোপ করেছে ।

এটাতো পশ্চিমা দেশ গুলোর চিত্র, পশ্চিমা দেশের অনুকরণে সেক্যুলারিজম এর বুলি আওড়ানো মুসলিম দেশগুলোতেও এসব ঘটনা এখন অহরহ হয়ে গিয়েছে । স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিগুলোতে বোরখা- নিকাবের পরিধান করায় নারীদের নানা ধরনের হেনস্তার শিকার করা হয়।

এভাবেই সেকুলারিজম স্বাধীনতা,অধিকারের কথা বলেও এই অধিকার প্রয়োগের সময় এটি অন্যের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে এবং এতে তারা কিছু মনে করে না। বরং এটা যে সীমা অতিক্রমকারী ঘটনা, সেটাও তারা বিবেচনা করে না।

ঠিক এর উল্টোটা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোন দেশ করে তখন তারা সমালোচনা করে এবং প্রতিহত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় ।

মূলত যা বোঝা গেল তা হল, সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতাই , নিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই । প্রত্যেকটি মতবাদই যে কোন একটা মাপকাঠির অধীনে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে । নিরপেক্ষ বলতে বোঝায় আমি এই পক্ষে নয়তো ওই পক্ষে । সব পক্ষ থেকে বিরত থেকে কোন শূন্য অবস্থান করা আদৌ সম্ভব নয়। এটাই সেক্যুলারিজমের নিরপেক্ষ সাজার ধোঁকাবাজি ।

সমাধানের খোঁজে

আচ্ছা তো এতক্ষন সেক্যুলারিজম এর বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে সেক্যুলারিজম যে একটি অন্তঃসারশূন্য মতবাদ তা বুজলাম। তো এখন প্রশ্ন এর সমাধান কি? সেক্যুলারিজম অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা তো উদ্ভব হয়েছিল মূলত খ্রিস্টবাদ তথা ধর্মের বলয় থেকে বের হওয়ার জন্য। তাহলে এই ধর্মনিরপেক্ষতা যদি মানবজাতির সমাধান নিতে না পারে তাহলে ঠিক কোন ধর্মটা সমাধান দিতে পারবে। তো পৃথিবীতে বর্তমানে যে ধর্মটা অবিকৃত অবস্থায় আছে। তা হল মানুষের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত ধর্ম ইসলাম যা এখনো অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং যা কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । ঈমান, আকীদা, ইবাদত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং শিক্ষাসহ মানব জীবনের সবকিছু এই দ্বীন ইসলামের আওতাভুক্ত।অর্থাৎ "Complete code of life " আর এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা দ্বীন পরিচালনা করার পদ্ধতি বা নিয়মাবলীকে শারিয়াহ বলে ।
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

< الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا < ... [المائدة :3]
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে (চির দিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সুতরাং এ দীনের বিধানাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করো)।” [সূরা মায়িদাহ:০৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,
إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ.
অর্থ :“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই” [সূরা ইমরান :১৯]

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ :“ আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয়।”[সূরা নাহল :১৬]

ইসলামী শরী'য়াহর দৃষ্টিতে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই সমান।
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِي

অর্থাৎ 'তোমরা শুনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর হাবশী গোলাম শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিসমিসের ন্যায়। '(সহীহ : বুখারী ৭১৪২)

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহতে মানব জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং বিধিবিধান রয়েছে। ফেকাহ শাস্ত্রে রয়েছে খুটিনাটি সব কিছুর বিস্তারিত আলোচনা।

শারিয়াহ এর পরিচয়

ইসলাম হলো আল্লাহ তা'আলার দেওয়া মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যাকে আরবিতে দ্বীন বলা হয়। এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা দ্বীন পরিচালনা করার পদ্ধতি বা নিয়মাবলীকে শারিয়াহ বলে । মূলত শারিয়াহ একটি আরবি শব্দ।এর আভিধানিক অর্থ - দ্বীন, ধর্ম, জীবন পদ্ধতি, জীবন আচার, নিয়ম নীতি ইত্যাদি। আরবী ভাষায় শারিয়াহ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো - পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে। (লিসানুল আরব,৮/১৭৪)
ইসলামী শারিয়াহ হলো মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ এই বিধানকে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। এ বিধান পাঠানোর মূল কারন হলো মানবজাতি যাতে দুনিয়া এবং আখিরাতে মুক্তি ও সফলতা লাভ করতে পারে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.
অর্থ- “তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম

ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।” [সূরা আশ-শুরা-১৩]

শেষ নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবী রাসুলগণের প্রদত্ত সকল শরিয়াহ রহিত করে মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষের জন্যে একটি মাত্র শরিয়াহ প্রদান করেছেন। সেটাই হলো 'ইসলামি শরিয়াহ'। আল কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِلُوه .

অর্থ: “আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি ইবাদত-পদ্ধতি (শরিয়া) দিয়েছিলাম, তারা সেটার অনুসরণ করতো।” [সূরা আল হজ্জ: ৬৭]

অতপর দ্বীনের অনুসরণের জন্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর শেষ নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি পৃথক শরিয়াহ প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُون.

অর্থ: “ অতপর (হে মুহাম্মদ!) আমি আপনাকে অনুশাসন এর একটি বিশেষ শরিয়ার (পন্থা পদ্ধতির) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি এরই অনুসরণ করুন এবং যারা জানেনা, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। ” [সূরাআল জাসিয়া : ১৮]

শারিয়াহ এর উৎসসমূহ

শারিয়াহ এর উৎসমূল চারটি - আল কোরআন, সুন্নাহ,ইজমা, কিয়াস।

▽ প্রথমউৎস- শারিয়াহ এর সর্বপ্রথম ও মূল উৎস হলো আল কোরআন । আল্লাহর প্রদত্ত কিতাব হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন । এতে সরাসরি সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ উল্লেখ রয়েছে । আল কোরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট অবতীর্ণ কিতাব । এই কিতাব হলো নির্ভুল, এর বক্তব্য সচ্ছ - সুস্পষ্ট , সর্বযুগে ও সর্বদেশে এটি আল্লাহর সুস্পষ্ট দলিল।এমনকি এ কিতাবের ব্যপারে সন্দেহেরও অবকাশ নেই ।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে বলেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

অর্থ-“এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।” [সূরা বাকারাহ -২]

সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে তিলাওয়াত, মুখস্থ, অর্থ পড়া ও এ অনুযায়ী আমল করা ইত্যাদি সরাসরি গ্রহণ করেছেন।

قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن: عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ﷺ آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قال: فتعلمنا
القرآن والعلم والعمل جميعا.
"আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী (রহ.) বলেছেন, আমাদের কাছে সে সব সাহাবাগণ বর্ণনা করেছেন যারা আমাদেরকে কুরআন শিখিয়েছেন, যেমন উসমান ইবন আফফান, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ প্রভৃতি। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি আয়াত শিখলে যতক্ষণ না এর সব ইলম ও আমল শেষ না হতো ততক্ষণ সামনে এগুতেন না। তারা বলেছেন: এভাবে আমরা ইলম ও আমল উভয় সহকারে কুরআন শিখেছি।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, উজুবু তাহকীম আশ-শরীয়াহ আল-ইসলামীয়াহ থেকে সংকলিত, পৃষ্ঠা: ১৬)

যুগে যুগে মুসলমানগণ কুরআন মুখস্ত করে আসছে। মুসলিম উম্মাহ কালের পরিক্রমায় বংশানুক্রমে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ছাড়াই কুরআন লিখিতভাবে বর্ণনা করে আসছে। এটা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীরই প্রতিফলন:

َإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অর্থ-“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক”। [সূরা হিজর:৯]

▽ দ্বিতীয় উৎস-   সুন্নাহ ইসলামী শারিয়াহর দ্বিতীয় উৎস। সুন্নাহ এর শাব্দিক অর্থ পথ, পদ্ধতি। আল কুরআনের বাহক- যাঁর প্রতি কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে প্রদত্ত দীন ও শরিয়াহ এর তত্ত্ব, তথ্য ও বিধি বিধানসমূহই মূলত সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিধান মোতাবেক পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সবদিক পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন কোরআনের সঠিক

ব্যাখ্যা দাতা, কোরআনের বিধান বাস্তবায়নকারী, যেসব বিষয়াবলী কোরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই সেরকম অনেক বিষয়ে ওনাকে দিকনির্দেশনা দিতে হয়েছে, সেগুলোও তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক করেছেন অথবা সেসব কাজ আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল । আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
অর্থ: "(হে নবী!) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।"[সূরা আন-নাহল :44]

মুহাদ্দিসীনদের মতে সুন্নাহ হলো:

السنة عند المحدثين ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة، أو سيرة.
অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, মৌন সমর্থন, তাঁর সাধারণ গুণাবলী বা তাঁর জীবন চরিতকে হাদীস বলে। মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শরী'য়াহর বিধান বা রাষ্ট্র পরিচালনা ও বিচার কার্যে যা কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে, চাই তা তাঁর কথা বা কাজ বা মৌন সমর্থন যাই হোক এবং তা আমাদের পর্যন্ত সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো মুসলমানদের জন্য দলিল ও শরী'য়াহর মূলভিত্তি হিসেবে ধরা হবে। মুজতাহিদগণ এ থেকে শর'ঈ বিধি- বিধান ও বান্দাহর আদেশ নিষেধ উদ্ভাবন করবেন।'(উজুব তাহকিমুশ শারীয়াহ আল ইসলামিয়া: পৃষ্ঠা নং ২০, ২১)
সুতরাং বলা যায়,সুন্নাহ মূলত কোরআন এরই প্রতিবিম্ব । এটি ছাড়া দ্বীন ও শারিয়াহ মেনে চলা অসম্ভব।

▽ তৃতীয় উৎস- ইসলামী শারীয়াহ এর তৃতীয় উৎস আল ইজমা। ইজমা এর শাব্দিক অর্থ হলো - দৃঢ় সংকল্প করা, একমত হওয়া । ইসলামী পরিভাষায় ইজমা বলা হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশার পর শার'ঈ কোন হুকুমের ক্ষেত্রে উম্মাহর মুজতাহিদগণ একমত হওয়া।

মুসলমানগণ একমত যে, ইজমা' শরী'য়াহ এর দলিল, প্রত্যেক মুসলিমের উপর এ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজমা দলিল হওয়ার প্রমাণ রয়েছে -
কুরআনে আল্লাহ বলেছেন :

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

অর্থ - “কারো নিকট হেদায়াত প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব।” [সূরা আন-নিসা: ১১৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

روي عن النبي ﷺ قال: «أمتي لا تجتمع على الخطأ، سألت الله ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه، ومن سره بحبوحة الجنة فليتزم الجماعة، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عقه.

অর্থাৎ, "আমার উম্মত ভুলের উপর একমত হবে না। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি তিনি যেন আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত না করেন। ফলে আল্লাহ আমার দো'য়া কবুল করেছেন। তাই যে জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে চায় সে যেন জামা'আতের সাথে থাকে। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশিকে ছিন্ন করল (অর্থাৎ ইসলাম থেকে দূরে সরে গেল)"।

(আল-হুকমু বিমা আনঝালাল্লাহ, পৃষ্ঠা: ৭২) তবে এ হাদীসের প্রথম অংশ সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২০৯৩, এছাড়াও এ হাদীস বর্ণনা করেছে ইমাম আহমাদ ও হাকেম এ রয়েছে।)

▽ চতুর্থ উৎস -ইসলামে শারিয়াহর চতুর্থ উৎস আল ক্বিয়াস। ক্বিয়াসের শাব্দিক অর্থ হলো- অনুমান করা, সমান করা । ইসলামী পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় -কোন হুকুমের ক্ষেত্রে মূল দলিলের সাথে শাখাগত দলিলকে উভয় এর মাঝে সমন্বয়কারী ইল্লত (হুকুমের কারণ) থাকার কারণে সমান করা।

শায়েখ ইবনে উসাইমিন রহ. কিয়াসের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন,

تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.

"কিয়াস হচ্ছে হুকুমের ক্ষেত্রে শাখাকে আসলের সাথে মিলানো উভয়ের মাঝে একই ইল্লত থাকার কারণে।" (আলউসুল মিন 'ইলমিল উসুল পৃ. ৬৮)

নতুন/উদ্ভুত কোনো বিষয়/মাসআলাহকে ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি/উৎস কুরআন ও সুন্নাহ'য় বর্ণিত বিধি-বিধান বা উসূলের আলোকে নিরিক্ষন করে দেখা যে তা কুরআন বা

সুন্নাহ'র কোনো বিধান বা উসূলের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে এবং সে অনুযায়ী ওই উদ্ভুত বিষয়ের শরয়ী হুকুম কী হবে তা স্থির করা।

কিয়াসের সূচনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল,

১. রাসুলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন '

.إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه

"যে ব্যাপারে (সরাসরি কোনো ফয়সালা সহকারে) আমার উপর (কোনো ওহী) নাজিল হয় না, শুধু সেক্ষেত্রে আমি (আমার উপর বিগত নাজিল হওয়া ওহীর আলোকে ইজতেহাদ করি এবং একটি সিদ্ধান্তে উপণীত হই এবং) তোমাদের দুজনের মাঝে আমার সিদ্ধান্ত অনুসারে ফয়সালা করে দেই।"(সহীহ বুখারী-৫/২১২)

২. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

'এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা তার মানতের সওম বাকি রেখেই মারা গেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে এটা পূর্ণ করবো? তিনি বললেন,

قال: أَرَأَيْتِ لو كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عن أُمِّكِ.

"মনে কর তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ঋণ বাকি ছিল। তুমি তা পরিশোধ করে দিলে। এতে কি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যেত? সে (মহিলা) বলল, হ্যাঁ। এবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে সাওম রেখে দাও।" (বুখারী-মুসলিম)

শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য

শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আমরা আল্লাহর গোলাম। নিজের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন সর্বত্র আল্লাহর বিধিবিধান কার্যকর করায় মূল লক্ষ্য । এর বাইরে সবকিছু পরিত্যাজ্য।

এ ব্যাপারে আল্লামা শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"শরিয়াহ এসেছে মানুষকে তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রকৃত গোলামে পরিণত করার জন্য। এই মূলনীতি যখন প্রতিষ্ঠিত তখন এ কথা বলা যায় না— শরিয়াহ সর্বদা মানুষের খাহেশাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবেই বিধানগুলি তাদের জন্য উপকারী হবে। আল্লাহ পাক সত্যিই বলেছেন, ‘যদি হক তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করত, তাহলে আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মাঝে যা আছে সবকিছুতে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতো।"

শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কখনো এটা নেওয়া যাবে না যে এর মাধ্যমে জনগণ শান্তিতে থাকবে, অর্থনৈতিক উন্নতি হবে , অন্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে জিডিপি বৃদ্ধি পাবে। এগুলো কিছুই শারিয়াহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হতে পারে না একজন মুসলিমের জন্য। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। এ বিধান দিয়ে উন্নতি হবে নাকি হবে না সেটা অমূলক কথা। কেননা, ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। আল্লাহ কোরআনে বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.

অর্থ-"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"[সূরা আন-নিসা-১২৫]

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ :" অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।"[সূরা আন-নিসা :৬৫]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। "[সূরা আলে ইমরান : ৮৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আল্লাহ পাক যে বিধান দিয়েছেন, সেটা উপেক্ষা করে যদি কোনো ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশিমতো কোনো কিছুকে ন্যায় ও সঠিক মনে করে এবং সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা করাকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।"

আর যারা চিন্তিত এই নিয়ে যে শারিয়াহ কাঠামোতে উন্নতি সম্ভব নাকি । তাহলে তাঁরা আল্লাহর এই সুসংবাদটি শুনুন,
আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

“আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।**”** [সূরা আরাফ: ৯৬]

অতএব, লক্ষ্যটা ঠিক রেখে আগাতে হবে সর্বদা মনে রাখতে হবে আমরা আল্লাহরই গোলাম আর তাঁর বিধানই কার্যকর হবে আমাদের ব্যক্তি জীবন এবং সামষ্টিক প্রতিটি ক্ষেত্রে।

শারিয়াহ বাস্তবায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়ন দ্বীনের একটি মৌলিকতম বিষয়। এর সাথে একজন মুসলিমের ঈমান-আকিদার সম্পর্ক বিদ্যমান । একজন মুসলিম অকপটে স্বীকার করে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনি সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা মালিক। এখন প্রশ্ন মালিক হিসেবে আল্লাহকে শুধু নিজের ব্যক্তি জীবনে মান্য করবে আর রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রত্যাখ্যান করবে। এমনটি করলে সে প্রকৃত মুসলমানই থাকতে পারে না। আমরা জানি যে ইসলাম গ্রহণ করে তাকে মুসলিম বলে ।আর মুসলিম হওয়া মানেই পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা । আর একজন মুসলিমের নিজ স্বত্তাকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা মানেই তো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করা । কোরআনে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্কতা জারি করেছেন
,
এ ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেন -

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.

অর্থ-"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" [সূরা-আহযাব-৩৬]
অন্যত্র আল্লাহ বলেন,
اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.

অর্থ :"তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। "[সূরা আরাফ :০৩]

শারিয়াহ ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ ধারণের কোন সুযোগ নেই যেমন:নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত,কোরবানি, দান- সাদাকাহ রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে। যে ব্যক্তি ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হয় না সে তো মূলত পথভ্রষ্ট শয়তানেরই অনুসরণ করে।
এ ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহর সতর্কবার্তা,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
অর্থ:" হে ঈমানদার গণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[সূরা বাকারাহ- ২০৮]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
অর্থ :"অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিস্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।"[সূরা বাকারা: ২০৯]

অতঃপর, আল্লাহ তা'আলা বান্দাহকে একমাত্র তাঁর একনিষ্ঠ ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাগুতের (তাগুত হলো যারা আল্লাহর আইন ব্যতীত নিজেদের মনগড়া আইন দিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করে) আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন।
আল্লাহ তা'আলা কোরআনের উল্লেখ করেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا.

অর্থ:"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোরবিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে"।
[সূরা আন-নিসা: ৬০]

আল্লাহর বিধান শারিয়াহ এর কিছু মান্য করা, কিছুকে অস্বীকার করা কুফরী। আল্লাহ তার বিধান পালনের ব্যপারে কোন মুসলিমকে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দেননি। আল্লাহ তার বান্দাদেরকে যে শারিয়াহ দিয়েছেন সেটাই চূড়ান্ত। কোরআনে আল্লাহর ঘোষণা,
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

অর্থ :"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।"[সূরা বাকারাহ-৮৫]

মোদ্দকথা, শরীয়াহ প্রয়োগের মাধ্যমেই আল্লাহর নিঃশর্ত দাসত্ব বাস্তবায়ন করা হয়। আল্লাহর প্রতি এই দাসত্বই অন্য সকল বাতিল মতবাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় ।

ইসলামী শরিয়াহ কি খুবই কঠিন?

শারিয়াহ নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা বিদ্যমান। কেউ কেউ মনে করে শারিয়াহ মানে খুব কঠোর কিছু বিধিবিধান আরোপ, আবার কেউ মনে করে শারিয়াহ মানেই হাত কেটে দেওয়া, যাকে তাকে অকারনে পাথর মেরে হত্যা করা, মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, নারীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ ইত্যাদি ইত্যাদি অবাস্তব ধারনা। এই ধারণাগুলো তৈরি হয়েছে মূলত মানুষের অজ্ঞতা,গাফিলতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে পশ্চিমাদের নোংরা প্রোপাগান্ডার কারণে।

আচ্ছা তাহলে চলুন একটু চিন্তা করি, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর কি লাভ আমাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে । আল্লাহ তো চান তার বান্দাহদের জন্য সহজতা।

কোরাআনে এই ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

অর্থ :" আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। "[সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬]

আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও উদারতার কথা। এই দয়া ও অনুগ্রহের কারণে আমাদের উপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন নি যা পালন করা আমাদের জন্য কষ্টকর।

তিনি আরো বলেছেন,

َيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

অর্থ :"আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না।" [সূরা আল- বাকারাহ: ১৮৫]

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন, "এ আয়াতটি একটি মূল বড় কায়েদা যার উপর ভিত্তি করে ইসলামী শরীয়াহ এর আদেশ নিষেধ তথা বান্দাহর দায়-দায়িত্ব বর্তায়। এটি হলো সহজতা, এতে কোনো কঠোরতা নেই, ক্ষমা ও মার্জনা আছে, নিষ্ঠুরতা নেই, সহজতা,আছে, জটিলতা নেই। এটি একটি অনেক বড় কায়েদা যার উপর ভিত্তি করে অনেক নীতিমালা নির্ণয় করা হয়।"

সেগুলো হলো:

«أن المشقة تجلب التيسير»

'কষ্ট সহজী করণ কামনা করে'। এটি ফিকহের প্রসিদ্ধ পাঁচটি কায়েদার একটি।

আরেকটি কায়েদা হলো:

' «الضرورات تبيح المحظورات»

'প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকে (প্রয়োজন অনুসারে) বৈধ করে'।
আরেকটি কায়েদা হলো: «إذا ضاق الأمر السع» 'যখন বিষয়টি সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন তা (সহজতা আরোপের জন্য) বিস্তৃত হয়'।('আল-ইকলীল ফি ইসতিম্বাতিত তানযীল, লেখক ইমাম সুয়ূতী, পৃষ্ঠা: ১৪)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতেও শরীয়হের সহজতার বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ الناس مِنْهُ، وَمَا النقم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ
حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا

অর্থাৎ, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হতো, তখন তিনি সহজ সরলটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গোনাহ না হতো। যদি গোনাহ হতো তবে তা থেকে তিনি সবচেয়ে বেশী দূরে সরে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে রাযী ও সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি প্রতিশোধ নিতেন"।(বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬০, মুসলিম, হাদীস নং ২৩২৭)

শারিয়াহ এর কঠিনতা নিয়ে মানুষের কিছু ভুল ধারণা :
১/শারিয়াহকে মানব জীবনের সামগ্রিকভাবে চিন্তা না করে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু কঠোর নিয়ম নীতি এর সাথে চিন্তা করা। কিন্তু শারিয়াহ তো অনেক ব্যাপক একটি বিষয় এটি মানব জাতির প্রতিটি বিষয়ের কল্যাণ সাধানে কাজ করে। এটি কাজ করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি ছোট বড় প্রতিটি পর্যায়ে।
২/শারিয়াহ এর কঠিনতা বিষয়ে আরেকটি অপবাদ দেওয়া হয় যে এটা শুধু যুদ্ধের কথা বলে। কিন্তু এ বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এতে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছে। ঠিক কোন পর্যায়ে গেলে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করা হবে তার নির্দিষ্ট মাপকাঠি বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে পররাষ্ট্রনীতি,কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٌوَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم
অর্থ :"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করুন; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[সূরা আল -আনফাল-৬১]
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سراياه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ)
অর্থাৎ, 'তিনি বলেন, আমরা একবার এক সারিয়া (ছোট অভিযান) এ বের হলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ইহুদি ও নাসারাদের আদর্শ (তাদের মত বাড়াবাড়ি) নিয়ে প্রেরিত হই নি, বরং আমি সরল সঠিক ও উদারপন্থী হয়ে প্রেরিত হয়েছি"।('মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২২২৯১)

যুদ্ধ নীতির বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস ,
ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"তোমরা যুদ্ধ করার সময় আল্লাহর নাম নেবে, আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং আল্লাহর রাসুলের মিল্লাতের (ধর্মনীতি) ওপর অটল থাকবে। অতি বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর ও নারীদের হত্যা করবে না।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৬১৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন বলেন,
"নিশ্চয়ই আল্লাহই তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী। সুতরাং তোমরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ কোরো না, প্রতারণা কোরো না, কাপুরুষিকতা প্রদর্শন কোরো না, ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খল কোরো না, বৃক্ষরাজি ডুবিয়ে দিয়ো না বা ভস্ম কোরো না, পশু হত্যা কোরো না, ফলদ গাছ ধ্বংস কোরো না এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার ভঙ্গ কোরো না।' (সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি, হাদিস : ১৭৯০৪)

৩/শারিয়াহ সম্পদকে কোন এক পক্ষের কাছে কুক্ষিগত থাকতে দেয় না। দেশের অর্থনীতি ঠিক রাখতে যাকাত, খারাজ-ওশর, ওয়াকফ প্রভৃতি ব্যবস্থা রয়েছে। আর এগুলো আদায় করতে যারা গড়িমসি করবে অবশ্যই তাদের জন্য শারিয়াহ কঠিনই বটে!

৪/ শারিয়াহ বিষয়ে অন্যতম একটা আপত্তি হলো বিধর্মীদের অবস্থান, অধিকার নিয়ে। কিন্তু এই ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এই নির্দেশনার বাস্তবায়ন দেখতে পাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তার পরবর্তী মুসলিম শাসকদের সময়কালে ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قد روى أبو داود بسنده عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أو انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন (অমুসলিম) চুক্তিবদ্ধ কারো উপর যুলুম করবে বা চুক্তি ভঙ্গ করবে, বা তাঁর সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিবে, বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া বেশী নিবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবো"। ('সুনান আবু দাউদ: হাদীস নং ৩০৫২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلا يَرَح رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عاما

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকা কোন (অমুসলিম) চুক্তিবদ্ধ কাউকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। জান্নাতের ঘ্রাণ সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়"।(সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৬৮৭).

তবে যারা বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে তাদের জন্য তো অবশ্যই শরিয়াহ মোতাবক আইন প্রয়োগ করা যথার্থ।

৫/ শারিয়াহতে যে দন্ডবিধি আইন (যেমন: কিসাস,হদ, রজম) দিয়ে বিচার করা হয়, এটাকে সবাই এত বেশি তুলে ধরে যে বিশাল শরিয়াহ এর অন্য সকল দিক মানুষের অগোচরেই থেকে যায়। অথচ এই দন্ডবিধি শারিয়াহ এর একটা দিক মাত্র।

আল্লাহ প্রদত্ত এই শাস্তির বিধান এর কারণে মানুষ ও অপরাধের মাঝে এক বিশাল বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ অপরাধে লিপ্ত হয় না। এতে অপরাধ কম সংঘটিত হয় এবং শাস্তির বিধান ও কম প্রয়োগ করা হয়।

শারিয়াহ নির্ধারিত শাস্তি কিসাস (সমপরিমাণ বদলা নেওয়া) এর ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলেন,

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۖ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ: “ হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (-কেই হত্যা করা হবে)। অতঃপর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের অলি)-এর পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ) দাবী করার অধিকার (অলির) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) কর্তব্য। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক লঘুকরণ এবং একটি রহমত। এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত।”[সূরা বাকারাহ - ১৭৮]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوة يتأولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون
البقرة.

অর্থ:“এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে।”[সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৯]

ব্যভিচার তথা অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে শারিয়াহ নির্ধারিত বিধান হল, যদি ব্যভিচারী বিবাহিত হয় তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।
মায়িয ইবনে মালেক আসলামি রা. থেকে বর্ণিত,
"নবিজি গামেদ গোত্রের এক মহিলা, দুইজন ইহুদিসহ আরও বেশ কয়েকজনকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এই বিধান অন্যান্য মুসলমানগণও কার্যকর করেছেন।"
(ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া:২৮/৩৩৩)

আর ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে তাকে মারতে হবে একশো চাবুক।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين.

অর্থ: “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকলে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদের আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে প্রভাবিত না করতে পারে। আর মুমিনদের একটি দল যেন প্রত্যক্ষ করে তাদের শাস্তি। (অর্থাৎ শাস্তি দিতে হবে জনসম্মুখে।)”[সূরা নূর:০২]

এভাবে অন্য সকল অপরাধ এর শারিয়াহ নির্দেশিত আইনের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বাস্তবায়ন করা হলে মানুষের মধ্যে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে । সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকা অধিকতর সহজ হবে।অপর পক্ষে,
মানুষের তৈরি করা আইনে শাস্তির যে বিধান দেখতে পায়, এতে অপরাধী সহজেই অনেক ক্ষেত্রে পার পেয়ে যায় এবং অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না থাকার কারণে মানুষ অপরাধ করতে ভয় পায় না। ফলে সমাজে অপরাধ বাড়তেই থাকে কার্যকরী কোন সমাধান হয় না। আর এর ভুক্তভোগীরা পায়না সঠিক ইনসাফ । আর তাই বলা যায় সঠিক ইনসাফ কারী আল্লাহর আইনেই রয়েছে প্রকৃত ইনসাফ । যা আমরা বুঝতে পারিনা বা বুঝতে চায় না কিংবা বুঝতে দেওয়া হয় না ।

শারিয়াহ বাস্তবায়ন কি অবাস্তব কিছু

শারিয়াহ হলো বাস্তবসম্মত বিধান। সব যুগে সব স্থানেই শারিয়াহ বাস্তবায়ন করা কার্যকর। অনেকেরই ধারণা বর্তমান আধুনিক যুগে শারিয়াহ বাস্তবায়ন করা অবাস্তব কিংবা অকার্যকর। এমন ধারণার কারণ হলো আমরা যে সিস্টেমের মধ্যে এখন বসবাস করছি তা পুরোপুরি অবৈধ হারাম । এই হারামের প্রভাব আমাদের ব্যক্তি জীবনেও পরিলক্ষিত হয় । যার ফলে আমরা চিন্তা করি শারিয়াহ বাস্তবায়িত হলে তো শুধু বাধা - নিষেদ, শাস্তিই আরোপিত হবে। হারাম বস্তু পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে । এখনকার যুগে এটা কিভাবে সম্ভব হবে? এখন তো সর্বত্র হারাম তথা অবৈধ জিনিসের ছড়াছড়ি।

কিন্তু আমরা যদি ভালোভাবে দেখি,শারিয়াহ তো একটি ব্যাপক বিষয়। এটি হালাল-হারাম এর সীমানায় শুধু নির্দিষ্ট করে দেয় না। পাশাপাশি এটি সমাজে হারামের প্রয়োজনীয়তা যাতে না থাকে সেজন্য কার্যকর পদক্ষেপও বাস্তবায়ন করে।
কোরআন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ, খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগ,ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস ঘাটলে সহজেই যে কেউ বুঝতে পারবে পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ধারণা।

শারিয়াহ ও সেক্যুলারিজম এর মাঝে তুলনা

যদিও বা শারিয়াহ এর সাথে যেকোনো প্রকার ইজম তথা মতবাদের কোনো তুলনায় সম্ভব নই। কেননা শারিয়াহ হলো সৃষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনীন বিধান আর সেক্যুলারিজমসহ অন্য সকল মতবাদ সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষের তৈরি। সৃষ্টার সাথে কি সৃষ্টির তুলনা হয়!

তবে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন এর লক্ষ্যে শারিয়াহ ও সেকুলারিজম উভয় এর মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো :

ক. শারিয়াহ বলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ। মানুষ কেবল প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবে। অপরদিকে সেক্যুলারিজম বলে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী জনগণ, রাষ্ট্র।

খ. শারিয়াহতে আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। কেউই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর বিধানে কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর সেক্যুলারিজমে আইনের কর্তৃত্ব জনগণের,রাষ্ট্রের, বিচারকের। চাইলে ক্ষমতা বলে যে কেউ আইন পরিবর্তন করতে পারে।

গ. শারিয়াহর লক্ষ্য আল্লাহর বান্দাহদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে উভয় স্থানে সফলতা অর্জনের ব্যবস্থা করা । অন্যদিকে সেকুলারিজমের লক্ষ্য শুধুমাত্র পার্থিব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা অর্জন করা।

ঘ. শারিয়াহ বলে ব্যক্তির প্রত্যেকটা বিষয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সে চাইলেই খেয়াল খুশি মতো সবকিছু করতে পারবেনা। আর সেক্যুলারিজম বলে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা। তাদের ঠিক করে দেওয়া কতিপয় অপরাধনীতি মেনে ব্যক্তি তার ইচ্ছামত সব কিছু করতে পারবে এতে বাধা দেওয়ার কারো অধিকার নেই ।

ঙ. শারিয়াহ শিক্ষা দেয় ব্যক্তি আত্মসংযম, আত্মমর্যাদা রেখেই তার ইচ্ছে পূরণ করবে। অন্যদিকে সেক্যুলারিজম শিক্ষা দেয় নিজের মনের মত ইচ্ছা পূরণ করতে এতে যদিও সেটা ক্ষতিকর, হারাম হয় । ইচ্ছেই মূল বিষয়।

চ. শারিয়াহ সদা, সর্বত্র, উপযোগী বাস্তবায়নযোগ্য
আর সেকুলারিজম স্থান কাল পাত্র ভেদে উপযোগী।

ছ. শারিয়াহ ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে সন্তুষ্ট চিত্তে অন্যের অধিকার দিয়ে দিতে ।
আর সেক্যুলারিজম শুধু ব্যক্তিকে নিজের অধিকার আদায় করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে অন্যের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তার কোন মাথা ব্যথা নেই । এর কারণে আমরা দেখি অধিকার আদায়ের জন্য নানান ধরনের আন্দোলন হয়। যেমন: মানবাধিকার আন্দোলন, নারী অধিকার আন্দোলন, শিশু অধিকার আন্দোলন ইত্যাদি

জ. শারিয়াহ অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যদিকে সেক্যুলারিজম অগ্রগতির সাথে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ।

ঝ. শারিয়াহ সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলকে নিয়ে চিন্তা করতে নির্দেশ দেয়, যেমন: পর্দার বিধানসহ আরো অন্যান্য বিধানে দেখতে পায়। অপরদিকে সেক্যুলারিজম নির্দেশ দেয় শুধু ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা করার। যেমন পোশাকের স্বাধীনতা।

ঞ. শারিয়াহতে শাস্তি বাস্তবায়ন পদ্ধতি হলো আল্লাহ ভীতি, নৈতিক চেতনা, দন্ড। আর সেকুলারিজমে দণ্ড বাস্তবায়ন করায় মূল সমাধান।

শারিয়াহই কেন উত্তম?

মানবজাতিসহ বিশ্ব জগৎ এর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা থেকেই শরিয়াহ বিধান আগত। নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তাই কি উত্তম ভাবে জ্ঞাত নন যে তাঁর সৃষ্টির ঠিক কি প্রয়োজন! কোন বিধান মোতাবেক চললে মানবজাতি সফলতা অর্জন করতে পারবে ইহজীবনে ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ,আখিরাতে।

শরীয়াহ মানবজাতির জন্য এমন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমার জানি কোন মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয় তার দ্বারা ভুল ত্রুটি হয়ে যায় । প্রাণী হিসেবে মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ উভয় দিক বিদ্যমান। মন্দের প্রভাবে অনেক সময় মানুষ পাশবিক আচরণ করে ফেলে। জড়িয়ে পড়ে অশ্লীল,গর্হিত, খারাপ কাজে। কোন ব্যক্তিই নিষ্পাপ নয় আর তা সম্ভাবও নয় যে সকল খারাপের ঊর্ধ্বে উঠে নিষ্পাপ হয়ে যাবে । আর এই জন্যই প্রয়োজন মানুষের আচরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির ভেতর উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এবং তার চারপাশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

অর্থাৎ, প্রথমত ব্যক্তির মধ্যে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করা যার ফলে ব্যক্তি নিজের ভেতর অনুভব করবে খারাপ ও অন্যায় কাজগুলো থেকে দূরে থাকার এবং সেগুলোকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করার আকাঙ্ক্ষা। এর পাশাপাশি এমন একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ-কাঠামো সৃষ্টি

করা হবে যেখানে চাইলেও মানুষের জন্য অন্যায় কাজ করা সহজহবে না। হাতের নাগালে যিনা-ব্যভিচার ,অশ্লীলতা, নেশা, জালিয়াতি, দুর্নীতির অফুরন্ত সুযোগের দরজা উন্মুক্ত রেখে এরপর মানুষ নিজে নিজেই ভালো থাকবে, তাঁর দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ সংঘটিত হবে না, এই আশা করা বোকামি ছাড়া কিছুই না।

আর যে ব্যক্তি এসব অন্যায় কাজগুলোতে জড়িয়ে যাবার পর ফিরে আসতে চাইলেও নিজের দুর্বলতার কারণে অন্যায় থেকে ফিরে আসতে বারবার অপারগ হয়। আল্লাহর প্রদত্ত শরীয়াহ ওই ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করে দেয়। এতে অন্যায় কাজের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তি অন্যায় কাজের পরিবেশ না পাওয়ার কারণে এর থেকে বিরত থাকা তার জন্য সহজ হয়। আর যদি সীমালঙ্ঘন করেই ফেলে তাহলে শরীয়াহ জবাবদিহির ব্যবস্থা করে। নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য ব্যবস্থা করা হয় নির্দিষ্ট শাস্তির এবং শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গড়িমসি, উচুঁ-নিচু, স্বজন প্রীতি, অযৌক্তিক কোন কিছুর সুযোগ দেয় না ।
এর চমৎকার উদাহরণ হলো আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত আল-মাখযুমিয়া এর হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ قُرَيْنَا أَهَمَّتْهُمُ المَرْأَةُ المَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: يا أيها الناس، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيف تركوه وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحد، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرَقَتْ لَقَطَّعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

অর্থাৎ, "আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, আল-মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে কিনা চুরি করেছিল। সাহাবা কিরামগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পাত্র উসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া কেউ এ সাহস পাবেন না। তখন উসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন: এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তা'য়াআলার দেওয়া শাস্তির বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন, হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা কোনো সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে

দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ তার হাত কেটে দেবে"।(বুখারী: হাদীস নং ৬৭৮৮, মুসলিম: হাদীস নং ১৬৮৮)

এভাবেই শারিয়াহ মানবজাতির আত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ও সমাধান দেয়।

শারিয়াই সমাধান হওয়ার আর অন্যতম একটি দিক হলো আল্লাহ নিজেই বলেছেন মুসলিম উম্মাহ তার শরীয়াহ দ্বারা পুরো পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে এবং অন্য সকল জাতির ওপর সম্মানিত ও মর্যাদাশীল হবে মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

অর্থ: "আমি তোমাদের নিকট একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; যাতে রয়েছে তোমাদের আলোচনা।তবুও কি তোমরা বুঝবে না। " [সূরা আম্বিয়া:১০]

মুফাসসিরগণ বলেন, অর্থাৎ, যে কিতাবে রয়েছে অন্যান্য জাতির ওপর তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা।

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

অর্থ :" (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান ।"[সুরা ইমরান :১১০]

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থ: "তারা কি জাহেলিয়াতের শাসন কামনা করে? দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম শাসক আর কে হতে পারে? "-[সূরা মায়েদা: ১৫০]

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মত সম্পর্কে বলেছেন,

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

অর্থাৎ,'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের ওপর অবিচল থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি এভাবে কিয়ামত এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে।'(সহীহ মুসলিম: ১৯২০)

অতএব, শারীয়াহর উৎস এমন এক মহান সত্তা যিনি মানুষের সুবিধা - অসুবিধা, ভালো-মন্দ ভালোভাবেই অবগত আছেন। শারিয়াহ ত্যাগ করায় হলো সকল অন্যায়, বিশৃঙ্খলার মূল। মুমিনের কর্তব্যই হল আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়ন করা। মুসলিমদেরকে আল্লাহ অন্য সকল জাতি থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। তাদেরই মূল দায়িত্ব গোটা মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখানো।

পরিশেষে

সেক্যুলারিজম এমন একটা বিশ্বব্যবস্থা কায়েম করেছে যা মানুষকে প্রবৃত্তির মজবুত শেকলে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই প্রবৃত্তির শেকলকে আল্লাহর বিধান শারিয়াহ দ্বারায় একমাত্র ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব । পৃথিবীতে শারিয়াহ ব্যতীত আর কোন পূর্ণাঙ্গ বিধানই অবশিষ্ট নেই যা সেকুলারিজমের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে । তাই সেক্যুলারিজমকে মানব জাতির প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে শারিয়াহ বাস্তবায়ন করা এখন সময়ের দাবি।

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.

অর্থ:**"**ইজ্জত একমাত্র আল্লাহর জন্য, তার রাসূলের জন্য ও মুমিনদের জন্যই**"**[সূরা মুনাফিকুন :৮]

তথ্যসূত্র

১/আল-কোরআন
২/অপরিহার্য শারিয়াহ; আব্দুর রহমান ইবনে সালিহ আলমুদ
৩/হিউম্যান বিয়িং;ইফতেখার সিফাত
৪/সংশয়বাদী ; ড্যানিয়েল হাকিকাতুয।
৫/ইসলাম প্রতিষ্ঠা(সমকালীন ভাবনায় সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন); ড.ইয়াদ কুনায়বি
৬/আয়না ঘর; ড. ইয়াদ কুনায়বি

৭/সেকুলারিজম প্রশ্ন ; ফাহমিদ উর রহমান
৮/https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=13
৯/https://www.alkawsar.com/bn/article/1957/
১০/https://rowyakbd.com/secularism/
১১/https://islamqa.info/bn/answers/121550/
১২/চিন্তাযুদ্ধ- মাওলানা ইসমাইল রেহান
১৩/করমর্দন না করলে নাগরিকত্ব হবে না সুইজারল্যান্ডে - BBC News বাংলা
https://www.bbc.com/bengali/news-45233389
১৪/https://metro.co.uk/2020/02/03/dad-refuses-send-son-school-lgbt-lessons-facing-jail-12175523/?ito=article.desktop.share.top.link
১৫/https://www.bbc.com/news/world-europe-4431991
১৬/https://www.bbc.com/news/world-europe-4406173
১৭/চিন্তাপরাদ ; আসিফ আদনান
১৮/শারিয়াহ কি? কেন? ;আবদুস শহীদ নাসিম।
১৯/ফাহমুস সালাফ ও মাকাসিদে শরীয়াহ-
https://alaponblog.com/post/5919
২০/ইসলামী শারিয়াহ বাস্তবায়ন ও উম্মাহ এর উপর এর প্রভাব ; আবদুল্লাহ ইবনে স'উদ আল হুয়াইমিল।
২১/সেকুলারিজম;অধ্যাপক ফজলুর রহমান।
২২/সেকুলারিজমের ইসলামিকরণ; ড.ফাহাদ ইবন সালেহ আল - আজলান।